

আল কুরআন
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি
.....
এ হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো।
সূরা আল ইমরান ৪৪

দৈনিক কীর্তনখালা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

নতুন আঙ্গিকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে
বিশ্বমানের সিমেন্ট
শ্রীশ্রী সিমেন্ট
হাট্টের মজবুত দেয়
সেবা : ০২৯১০০৬৬৬৪৫, ০২৭১১০২৭১০৪



পতিত শৈরাচারের সঙ্গে একটি গোষ্ঠীর মিল দেখা যায় : প্রধানমন্ত্রী
কীর্তনখোলা ডেস্ক
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ৫ আগস্ট পতিত শৈরাচার বিদায় নিয়ে যেভাবে ষড়যন্ত্র করছে একটি গোষ্ঠীকে তাদের ২ এর পাতায় দেখুন



রোহিঙ্গা সংকট নিরসন ও শান্তি রক্ষা মিশনে সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান
কীর্তনখোলা ডেস্ক
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী ক্যারল ফ্রো-মেরেজনাইক। ২ এর পাতায় দেখুন



হামের রোগীদের জন্য দায়িত্বরত ডাক্তার-নার্সদের ঈদের ছুটি বাতিল
কীর্তনখোলা ডেস্ক
হামের রোগী ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ও নার্সদের ঈদে ছুটি হবে না বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত ২ এর পাতায় দেখুন



‘ভায়োলেন্স’ আমাদের থেকে বেশি কেউ পারবে না, জুলাই অভ্যুত্থানে দেখিয়েছি
কীর্তনখোলা ডেস্ক
বিনাইদহে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ২ এর পাতায় দেখুন



বরিশাল-ভাঙ্গা মহাসড়কে ট্রাফিক অব্যবস্থাপনা ঈদে বড় ধরনের দুর্ঘটনার শঙ্কা

পথিক মোন্তফা

দূরপাল্লার বাসের বেপরোয়া গতি, বিপজ্জনক ওভারটেকিং, স্বল্পগতির ট্রি-হুইলার- অটো, ভ্যান, টমটমের যথেষ্ট চলাচল ও মাহাসড়কের পাশে হাটবাজারের কারণে বরিশাল-ভাঙ্গা মহাসড়কে প্রতিদিনের বরষে প্রাণ ঈদকে সামনে রেখে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ না করলে আরো বড়ো ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন যাত্রীসাধারণ। বরিশাল-ভাঙ্গা মহাসড়ক,

দক্ষিণাঞ্চলের সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে দেশের সর্বদক্ষিণ কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, পায়রা সমুদ্রবন্দর পর্যন্ত এই মহাসড়কটি সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও আন্যান্য অর্থনৈতিক যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন এই মহাসড়কে চলাছে হাজার হাজার যানবাহন। এই হাজারো দ্রুতগতির দূরপাল্লার যানবাহনের

সাথে একই মহাসড়কে অবৈধভাবে চলাছে আশপাশের এলাকার স্বল্পগতির অটো ভ্যান, অটোরিকশা, টমটম ও অন্যান্য যানবাহন। তারসাথে বেপরোয়া গতির যন্ত্রদানবখাত ভিন্যাকার কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, পায়রা সমুদ্রবন্দর পর্যন্ত এই মহাসড়কটি সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও আন্যান্য অর্থনৈতিক যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন এই মহাসড়কে চলাছে হাজার হাজার যানবাহন। এই হাজারো দ্রুতগতির দূরপাল্লার যানবাহনের

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বরিশাল-ভাঙ্গা অঞ্চলের ৯২ কিলোমিটার মহাসড়কের প্রস্থতা মাত্র ২৪ ফুট। যা দূরপাল্লার বাস ও ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। হিসাব মতে, এই মহাসড়কে গড়ে প্রতিবছর তশতাধিক মানুষের প্রাণ বাজে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। যার প্রধান কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেন- অপ্রস্থত রাস্তা: বরিশাল থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত ৯৭ কিলোমিটার দূরত্বের এই

মহাসড়কের বেশিরভাগ অংশই মাত্র ২৪ ফুট প্রস্থত, যা ভারী যান চলাচলের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অবৈধ যানবাহন: মহাসড়কে ট্রি-হুইলার, মসিমন, করিনা ও ব্যটারিচালিত রিকশার অবাধ চলাচল। বেপরোয়া গতি: দূরপাল্লার বাসের বেপরোয়া গতি ও প্রতিযোগিতার প্ররোচনা। ঝুঁকিপূর্ণ বাক: মহাসড়কে বেশ কিছু মারাত্মক ও দৃষ্টিহীন বাক রয়েছে যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়। যত্রতত্র স্পিডব্রেকার: অনিয়ন্ত্রিত ২ এর পাতায় দেখুন



ঈদকে সামনে রেখে সড়ক পথে যাতায়াত নির্বিঘ্নে করতে বরিশাল নথুল্লাবাদ এলাকা পরিদর্শন করেন বিভাগীয় কমিশনার খলিলুর রহমান -কীর্তনখোলা

মৃত্যু বেড়ে ৩৯ বরিশালে ক্রমশ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে হামের সংক্রমণ

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বরিশালে ক্রমশ ভয়াবহ আকার ধারণ করছে হামের সংক্রমণ। নতুন করে হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়ে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে বরিশাল

বিভাগে হাম উপসর্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯ জনে। এর মধ্যে শেবাচিম হাসপাতালেই মারা গেছে ২৯ জন। শনিবার (২৩ মে) সকালে হাসপাতাল পরিচালকের কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়। মৃত শিশু হলো বরিশালের বাবুগঞ্জ

উপজেলার শহিদুল ইসলামের ৯ মাস বয়সী ছেলে সাজ্জাদ। এর আগে, শুক্রবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ২ এর পাতায় দেখুন



সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ফ্যাসিবাদের দিকে এগোচ্ছে: গোলাম পরওয়ার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, মানুষের বিপুল আশা নিয়ে সরকার এবং সংসদ গঠিত হবে কিন্তু প্রথম অধিবেশনেই জনগণ আশাহত হয়েছে। সরকার জনগণের ভাষা না বুঝে জন আকাজকের বিপরীতে অবস্থান

নিয়েছে তাই জনগণ মন্ত্রীদের দেখে ভুয়া ভুয়া বলে নোশান দিচ্ছে। শনিবার (২৩ মে) বরিশাল মহানগর জামায়াতের উদ্যোগে দুইদিনব্যাপী রুকন তিসির শেষদিনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, "সরকার গণভোটে ৭০ ভাগ জনগণের মতামতকে উপেক্ষা

করে যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে এটা অপ্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক সংকট অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে মন্ত্রী এমপিদের জনগণ থেকে পলাতন হচ্ছে। জনগণের প্রত্যাশার বিপরীতে অবস্থান নেয়ার ফলে সরকার ২ এর পাতায় দেখুন

এক বান্ধবীকে বাঁচাতে গিয়ে পুকুরে ডুবে আরেক বান্ধবীরও মৃত্যু

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

পটুয়াখালী শহরে পুকুরে ডুবে মোসা, লামিয়া আক্তার (১০) ও মোসা, সোফা মনি (১১) নামে দুই বান্ধবীর মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের ভাষ্যমতে, এক বান্ধবীকে বাঁচাতে গিয়ে আরেক বান্ধবীরও মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২২ মে) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পটুয়াখালী শহরের কালিকাপুর ৯ নম্বর ওয়ার্ডের উকিল বাড়ি সংলগ্ন একটি পুকুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লামিয়া ওই এলাকার ভাড়টিয়া জাকির হোসেনের মেয়ে এবং দারুন নাজাত খ্রি-ক্যাডেট নুরানী একাডেমির পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং সোফা মনি কালিকাপুর সালেহীয়া দাখিল মাদরাসার ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী ও একই এলাকার আবু সুফিয়ানের মেয়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুপুরে দুই বান্ধবী একসঙ্গে খেলাধুলা করছিল। খেলতে খেলতে তারা বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ পরেও তাদের দেখা না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা আশপাশে খোঁজাখুঁজ শুরু করেন। পরে পুকুরপাড়ে ২ এর পাতায় দেখুন

বিশেষ প্রতিবেদক বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মুলদাদী উপজেলা শাখার উদ্যোগে ইউনিট প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৩ মে) সকাল ১০ টায় বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ আলতাফ মাহমুদ অভিটোরিয়ামে উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা মোঃ আবু ছালেহ এর সভাপতিত্বে ও উপজেলা সেক্রেটারী মাওলানা মোর্শেদ আলম এর সম্বলনায় অনুষ্ঠিত ২ এর পাতায় দেখুন

মেহেন্দিগঞ্জে চোরাই গরু জন্ম আটক ও

নুরে রাব্বি নাঈম, মেহেন্দিগঞ্জ মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার দড়িচর খাজুরিয়া ইউনিয়ন থেকে গোপন সংবাদে ভিত্তিতে বাহুরসহ ২৫ টি চোরাই গরু জন্ম করেন থানা পুলিশ। এ ঘটনায় ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। গতকাল ২৩ মার্চ শনিবার দুপুরে মেহেন্দিগঞ্জ থানার ওপি তদন্ত মতিউর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টেকস দল কলিং অপারেশন চালিয়ে এ ইউনিয়নের বামলের চর এলাকা থেকে চোরাই গরুগুলো জন্ম করতে ২ এর পাতায় দেখুন



বরিশাল মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি এনামুল হাসান তাসনিমের পিতার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া-মোনাজাতে উপস্থিত মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান খান ফারুক ও সদস্য সচিব জিয়াউদ্দিন সিকদার জিয়াসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ -কীর্তনখোলা

রামিসাসহ সকল শিশুর হত্যাকারীদের শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন

বোরহানউদ্দিন প্রতিনিধি শিশু রামিসাসহ দেশের সকল শিশু হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবীতে “এসো নবীন আল্লার পথে” সংগঠনের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোলা বোরহানউদ্দিন উপজেলার মনিরাম বাজারে শুক্রবার বিকালে এ মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনটির সভাপতি ফরোজের সভাপতিতে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন- টবণী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, নেহার উদ্দিন ২ এর পাতায় দেখুন



কোরবানিকে সামনে রেখে বরিশালে ব্যস্ত সময় পার করছেন কামাররা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

পবিত্র কুরবানির ঈদের বাকি আর মাত্র অল্প কয়েকদিন। এরই ধারাবাহিকতায় কুরবানির ঈদকে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছেন বরিশাল নগরীর হাটখোলা এলাকার কামাররা। দিন যতই ঘনিজে আসছে, ততই বাড়ছে তাদের কর্ম ব্যস্ততা। পশুর জবাই থেকে শুরু করে মাংস কাটতে দা-বাঁট, ছুরি, চাপাতি ইত্যাদি সরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে কামারপাড়ায়। অনেকে আবার পুরাতন দা-বাঁট, ছুরি-ছোরা, চাপাতি শান (ধার) দিতে আসছেন এখানে। এ বছর কয়লার সংকট ও দাম বাড়ায় বিপাকে পরেছেন কামাররা। বরিশালের হাটখোলার কামারপাড়ায় কয়লার চুলায় দপদপে আগুনে গরম লোহার পিটানোর টুং-টাং শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে কামার ২ এর পাতায় দেখুন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট পবিত্র কুরবানির ঈদের বাকি আর মাত্র অল্প কয়েকদিন। এরই ধারাবাহিকতায় কুরবানির ঈদকে সামনে রেখে ব্যস্ত সময় পার করছেন বরিশাল নগরীর হাটখোলা এলাকার কামাররা। দিন যতই ঘনিজে আসছে, ততই বাড়ছে তাদের কর্ম ব্যস্ততা। পশুর জবাই থেকে শুরু করে মাংস কাটতে দা-বাঁট, ছুরি, চাপাতি ইত্যাদি সরঞ্জাম তৈরি হচ্ছে কামারপাড়ায়। অনেকে আবার পুরাতন দা-বাঁট, ছুরি-ছোরা, চাপাতি শান (ধার) দিতে আসছেন এখানে। এ বছর কয়লার সংকট ও দাম বাড়ায় বিপাকে পরেছেন কামাররা। বরিশালের হাটখোলার কামারপাড়ায় কয়লার চুলায় দপদপে আগুনে গরম লোহার পিটানোর টুং-টাং শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে কামার ২ এর পাতায় দেখুন

বাংলা বিকাশের সাবেক দ্বিজয়ী প্রবন্ধ এবং বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বইটি অনন্য

বইটি প্রকাশের ভিত্তিতে প্রচিতি, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক। সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়সহ বিদ্যেবর প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আদেলবাড়ী কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সৃজনশীল গ্রন্থ প্রণেতা

পথিক মোন্তফা (এমফিল, ইবি)

২য় পাতায়র জন্য যোগাযোগ করুন:

01718246162, 01712189338, 01712926836

গদ্য প্রকাশন, বরিশাল

বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাবে

বুক ডিস্ট্রি সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ সদর রোড, বরিশাল 01716-670945	মজুমদার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01726-074663	হক লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01717-488083

দৈনিক কীর্তনখালা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যিক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **বালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, পটুয়াখালী **জেলা:** পটুয়াখালী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, পিরোজপুর **জেলা:** নাঙ্গিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর প্রতিনিধি আবশ্যিক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।
-মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

সুদের হার কমানো প্রয়োজন

দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশে উচ্চ মূল্যাক্ষীতি বিরাজ করছে, অথচ মানুষের আয় বাড়ছে না। ফলে মানুষের দুর্ভোগ ক্রমেই বাড়ছে। পরিবারের খাদ্যের মান কমছে। পুষ্টির চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না। আবার অপুষ্টিজনিত কারণে রোগ-ব্যাধিও বাড়ছে, যা প্রকারান্তরে মানুষকে আরো দরিদ্র করছে এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা আরো কমাচ্ছে। আর মূল্যাক্ষীতি প্রতিরোধে আমাদের নীতিনির্ধারণকরা বাস্তব ও কার্যকর উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তারা একটিই পদক্ষেপ নিতে পেরেছেন, তা হলো নীতি সুদ হার বাড়িয়ে দেওয়া, যার ফলে ব্যাংকক্ষণের সুদের হার গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ থেকে ১৭ শতাংশে। এমন উচ্চ সুদে স্বপ্ন নিয়ে লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনা প্রায় অসম্ভব। এটি প্রকারান্তরে মূল্যাক্ষীতি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ এর ফলে বিনিয়োগ বাধ্যস্ত হ হচ্ছে, উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হচ্ছে এবং বাজারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরে বাংলাদেশে ব্যাক তিন দফায় নীতি সুদ হার বাড়িয়ে ১০ হাজার করেছ। আর সে কারণে ব্যাংকক্ষণের সুদহার দ্রুত বেড়েছে। অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানায় তার নেতিবাচক প্রভাব ভুলে ধরে ব্যবসার নীতি সুদ হার কমানোর দাবি তুলেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর তা আমলেই নেননি। এই সরকারও সেই একই ধারা অবলম্বন করে চলেছে। অথচ বিশ্ব এখন নিম্নমুখী সুদহারের সময়ে প্রবেশ করছে। বিগত এক বছরে উন্নত বিশ্বের সব কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও নীতি সুদ হার উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়েছে। এমনকীজালাদেশের প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দী দেশ ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ানও নীতি সুদ হার ২.৭৫ থেকে ৫.২৫ শতাধারের মধ্যে। বিশ্ব যখন নিম্নমুখী সুদহারের সময়ে, তখন আমাদের এমন কখনোই মনোভাব কেন? প্রকাশিত বিশেষ লেখায় বলা হয়, আওয়ামী সরকার একমাত্র সুদের হার বাড়িয়ে মূল্যাক্ষীতি নিয়ন্ত্রণের কৌশল নিয়েছিল। ইউরোপের অন্তর্বর্তী সরকার এসে সুদের হার আরো বাড়িয়েছে। বিএনপি সরকারও আগের ধারায়ই চলছে। এতে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ও কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ক্যারোলিন এলভিসের একটি নিবন্ধ থেকে দেওয়া উদ্ধৃতিতে বলা হয়, একমাত্র সুদের হার বাড়িয়ে কোনোভাবেই মূল্যাক্ষীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কারণ মূল্যাক্ষীতি হওয়ায় ভিন্না ভিন্ন কারণ রয়েছে। ওই সব কারণ একটামাত্র উপায়ে সমাধান সম্ভব নয়। গভ্র ক্ষেত্রম্যারিতে এলপি গ্যাসের ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ছিল এক হাজার ৩৫৬ টাকা। মধ্যপ্রাচ্য পরিষ্কৃতির কারণে সরকার দুই দফা বাড়িয়ে দাম নির্ধারণ করেছে এক হাজার ৯৪০ টাকা। এমন মূল্যাক্ষীতি সুদহার দিয়ে কি কমানো যাবে? গ্যাস-বিদ্যুতের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, প্রতি ইউনিট উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। ডগারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন ও পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় কাঁচামাল আমদানির খরচ বাড়ছে, উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে। ফলে মূল্যাক্ষীতিও বাড়ছে। বাণিজ্যব্যবস্থা, গুদামজাতকর অবসুবিধা, সরবরাহ ব্যাহত হওয়া, চাঁদাবাজি, মধ্যস্থত্বভোগীদের উৎপাত, সরকারে নিয়ন্ত্রণের অভাবসহ আরো অনেক দারুণ দাম বাড়ে। গুদ সুদের হার বাড়িয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। আমরা আশা করি, সরকার দ্রুত এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যস্থা নেবে।

‘ভায়োলেস’ আমাদের থেকে বেশি

ব্যক্তিরের ওক্তবরা (২২ মে) রাতের মধ্যে ফ্রেফতারের দাবি জানিয়েছিলেন দ্রোণের মুখপাত্র আদিসফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি বলেন, ‘প্রতি দ্রোফতার না করা হয়, আপনারা যদি ভায়োলেস (সহিংসতা) বেছে নেন, তাহলে আমাদেরকেও ভায়োলেস বেছে নিতে বাধ্য হতে হবে।’ বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে রাজনৈতিক গ্যারান্টি উইনাইটেড শিপার’স বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) দুই শাখার নেতাকর্মীরা এনসিপিতে যোগদান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একা বলেন তিনি ‘প্রতি দ্রোফতার না করা হই, আপনারা রষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হচ্ছে, কিন্তু তারা প্রতিপক্ষকে দমন-পীড়নের মাধ্যমে মোকাবিলায় একধরনের কৌশল নিচ্ছে। এটা বাংলাদেশের জন্য ভালো কিছু নয় এমন বলে না।’ তিনি বলেন, ‘আমাদের সঙ্গে যদি এটা করতে চান, এই লড়াইটা কোনো রাজনৈতিক দল, নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা আদর্শের সঙ্গে হতে না; এই লড়াইটা হবে পুরো একটি প্রজন্মের আশে। এই এজন্মের সঙ্গে লড়াই করলে জুলটা শেখ হাসিনা প্রজন্মের সঙ্গে। শাপক ওরি, এই জুলটা তাদের রহমান করবেন না। আমাদের সহযোগীদের ওপর যারা হামলা করছেন, ভিডিও ফুটেজ ও ছবিতে সবার পরিচয় এসেছে। আজ রাতের মধ্যে তাদের সবাইকে অবশ্যই ফ্রেফতার করতে হবে। যদি ফ্রেফতার না করা হয়, আপনারা যদি ভায়োলেস বেছে নেন, আমাদেরকেও ভায়োলেস বেছে নিতে বাধ্য হতে হবে।’ এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, ‘বিরোধী দল থেকে বারবার সিদ্ধান্ত দেখানো হলেও সরকারি দল ভায়োলেস বেছে নিতে বাধ্য হতে পারে।’ এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, ‘বিরোধী দল থেকে বারবার সিদ্ধান্ত দেখানো হলেও সরকারি দল ভায়োলেস চাচ্ছে। আমাদের রক্ত গরম এবং বয়স কম হলেও আমরা বুঝি যে কখন কী করতে হবে, কখন দেশ গড়ার দিকে কাজ করতে হবে। কিন্তু যদি সরকারি দল ভায়োলেস চায়, সেটাকেই একমাত্র রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে নিতে চায়, তাহলে এটা যে আমাদের দেশে বেশি কেউ পারবে না, সেটা ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি।’ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী অথবা রষ্ট্রপতি বলে মনে হয় উল্লেখ করে আদিসফ মাহমুদ বলেন, ‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছেন না কিংবা করতে তার মনো একধরনের অনীহা দেখা যাচ্ছে।’ এভাবে দেশ চলতে থাকলে বাংলাদেশের জনগণ আমাদের দিকে বাধ্য হবে এই সরকার ও ব্যর্থ রষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে আসতে।’ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে রষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, নির্বাচনের পর থেকে খুন, ধর্ষণ ও নাগরিকের নিরাপত্তার সংকট সর্বমাত্রের বেড়েছে। আজ আমাদের মা-বোনরা ঘর থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছেন।

হামের রোগীদের জন্য

হায়েন। শনিবার (২৩ মে) সচিবালয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এক অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান। যেসব হাসপাতালে হামে আক্রান্ত শিশুরা ভর্তি আছে, সে হাসপাতালে ঈদের ছুটির মধ্যে চিকিৎসকরা থাকবেন কি না, নাকি ছুটিতে চলে যাবেন- এ প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা অলরেডি সার্কেলার দিয়েছি। ধন্যবাদ আপনাকে এটা বলাতে, এটাও আপনারা আশ্বস্ত হতে পারেন, আমরা সর্বতর্ক করছি। হামের রোগী যাদের জরুরি স্বাস্থ্য সেবাতে কোনো জটিলতার, নার্সের ছুটি হবে না। থাকতে হবে। সাংবাদিকদের আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, একটা কথা আপনাদেরকে বলি। ভ্যাকসিন নিলেই যে ১০০ পারসেন্ট একটা ব্যাড়া হাম হইবে না, এটা কিন্তু বলা যায় না। স্মল পজ ইজ ফুজি ইনাইটকেটেড, কলেরা ইজ ইনাইটকেটেড, এখন কিন্তু কলেরা হচ্ছে। আপনরা যদি রেসিস্ট্যান্স মারাটা কেউ ক্রস করে যান, পচা-তিতা খাবার খেয়ে যান, তাহলে তো কলেরা হবে। ঠিক একই জিনিস কিন্তু এটা। তিনি আরও বলেন, যদি বেশিভাবে ভাইরাসটা ছড়িয়ে যায়, ক্ষেত্র বিশেষে হতেও পারে। এটা কন্ট্রোল্ড গ্যারান্টি আমি জানি না, এই আ্যাম নট এ স্যারেস্টিস্ট, যার কারণে আমি জানি না। ঈদের সময় মায়েরা যেন আক্রান্ত শিশুদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে নিয়ে না যায় সে অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বাচ্চাগুলো যেন অনেক ভিড় আছে এমন জায়গায়ও নিয়ে না যায়। তিনি বলেন, কারণ এটা হাইলি হোয়াটেড রোগ। এটা তো সংস্পর্শে গেলেই, শ্বাস-প্রশ্বাসে, সৈনিক মানে সংস্পর্শ লাগলে এটা ছড়ায়। কাজেই এটা থেকেও সবার চেষ্টা করতে হবে। তবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা প্রেডিক্ট করছেন যে, ফ্রি মিক্সিয়ারে ফলে এ হুইল বাস যান, ট্রেন যান্টা, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, এভাবে যদি হাম রোগীর সংস্পর্শে ভালো মানুষগুলো আসে, সুস্থ বাচ্চাটা, তাহলে স্কেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি, একটা সম্ভাবনা থাকবে আকস্মিক বেড়ে যাওয়ার।

রোহিঙ্গা সংকট নিরসন ও শান্তি

শনিবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অফিস কক্ষে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে এই সাক্ষাতে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দেশের আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি, রোহিঙ্গা সংকট নিরসন, জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ও দ্বিপাক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অব্যাহ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সমর্থন ও সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা

করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে জাতিসংঘের দৃশ্যমান ভূমিকার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন; অদূর ভবিষ্যতে এই সহযোগিতা ও দ্বিপক্ষীয় অংশীদারত্ব আরও গভীর, সুসংহত ও বেগবান হবে। জবাবে জাতিসংঘের এই প্রতিনিধি বলেন, জাতিসংঘ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও জনগণের কল্যাণে অংশীদার হিসেবে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিনিধি বাংলাদেশের সঙ্গে জাতিসংঘের বিদ্যমান সম্পর্ককে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর করার কৌশলগত ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতে মন্ত্রীর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ জ্ঞানতে চান। এ সময় মন্ত্রী বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সময়মতো বাস্তবায়নে জাতিসংঘের সর্বাঙ্গিক ও নিবিড় সহযোগিতা কামনা করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। জাতিসংঘের বিভিন্ন শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশের বিপুলসংখ্যক সদস্য অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন, যা বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা উজ্জ্বল করেছে। রোহিঙ্গা সংকটের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘ গুরু থেকেই রোহিঙ্গা ইস্যুটিকে বিশ্বশৃঙ্খলায়নের মাঝেমাগের কেন্দ্রে রেখেছে, যা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য এবং আশাব্যক্ত। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ‘বাংলাদেশে সর্বদা শান্তিপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই অভিবাসনে বিশ্বাসী। তবে রোহিঙ্গা সংকট বর্তমানে একটি জটিল ও স্পন্দনকারী ইস্যুতে পরিণত হয়েছে, যা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।’

পতিত শ্রৈরাচারের সঙ্গে

সঙ্গে মিল দেখা যায়। গোপনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগও রয়েছে। এসব যত্বস্বকরীসঙ্গে বিরুদ্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান তিনি। শনিবার (২৩ মে) দুপুরে ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার বইলরে চার কিলোমিটার দীর্ঘ ধারার খালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার বংসদ সদস্য ডা. মাহবুবুর রহমান লিটনের সভাপতিত্বে এতে আরও বক্তব্য দেন দুর্গেণা ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আনাদুল হাবিব দুলু, প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসেন। অনুষ্ঠান সম্বলননা করেন ময়মনসিংহ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহাযক ও ত্রিশাল উপজেলা বিএনপির সভাপতি আহারক এনামুল হক ভূঁইয়া। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণ ১২ ক্ষেত্রম্যারির নির্বাচনে বিএনপিকে বিজয়ী করার পর আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিবারের সুবিধার জন্য ফ্যামিলি কার্ড, কৃষকের সুবিধার জন্য কৃষি কার্ড, কোমলমতি শিশুদের জন্য স্কুল ব্যাগ, পোশাক, খাবার, মর্সজিদের ইমামদের জন্য ভাতা কার্যক্রম শুরু করেছে। সম্প্রতি রামিঙ্গা হত্যার ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আইনে যে অনুরোধী তার শান্তি নিশ্চিত করতে আমরা ব্যবধপিকর। এ ব্যাপারে এক্ষেত্র ছাড় দেওয়া হবে না। তবে আইনেরও নিয়ম-নীতিমালা আছে। এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু একটি শ্রেণি এই বিষয়ে ইস্যু তৈরি করে অরাঞ্জগতা সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু তারা জনগণের তথ্য উল্লানে কোনো কথা বলে না। তারেক রহমান আরও বলেন, বিএনপির সরকার গঠন করায় তাদের খালা বরোছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় যেসব ঘটনা ঘটেছে আপনারা তাদের সেসব বিষয়ে কিছু বরাতে দেখেছেন? প্রতিবাদ করতে দেখেছেন? দেখেননি। কারণ তারা বিএনপি সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ন্যায্য করতে চায়। বিএনপির সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা নষ্ট হলে জনগণের ক্ষতি হবে। আপনাদের ক্ষতি। তাই এদের আপনাদেরও প্রতিহত করতে হবে। বিএনপি সরকার কর্মমুখী শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে সারা দেশে জেবেশনাল শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। যাতে আগামী এজন্ম কর্মমুখী হয়ে গড়ে উঠতে পারে। এর আগে দুপুর ২টার মূলধধারে বৃষ্টির মধ্যে অনুষ্ঠানস্থানে এসে পৌঁছলে সৃষ্টি মধ্যায় নিয়ে যুগ্ম খনন কর্মসূচি ফলদায়ক উদ্বোধনে এসে খালে নেমে শ্রমিকদের সঙ্গে নিজে মাটি কাটার সম্প্রদায় করেন। এ সময় হাজারো জনতা প্রধানমন্ত্রীর এই সরলতা দেখে বিভিন্ন গোপানি দিতে থাকে।

ঈদে বড় ধরনের দুর্ঘটনার

স্পিড বেকারও দ্রুতগতির গাড়িও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার মাত্রা বৃদ্ধি করে। পুলিশের কার্যকরী পদক্ষেপের অভাব; হাইওয়ে পুলিশ বলছে তাদের পর্যাপ্ত লোকবল ও যথুষ্টির স্বল্পতার জন্য তারা কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থ হচ্ছেন। এই মহাসড়কে চলাচলকারী প্রত্যেকদর্শী সুরে জানা যায়, দুর্গপাল্লার বাসের মধ্যে সাকুরা, হানিফ, লাবিবা, শ্যামলীসহ বরিশালের আরো দক্ষিণাঞ্চল থেকে আসা বাসগুলো বরিশালের গড়িয়াপাড়ার পার হয়েই তাদের বেপরোয়া গতির তাওনত্যা শুরু করে। বিশেষ করে সাকুরা গাড়ির চালকদের প্রতিযোগিতা ও বেপরোয়া ওভারটেকিংয়ের কারণে পথচারী, মোটরসাইকেল আরোহী ও অন্যান্য হোটোপাড়ার চালক ও যাত্রীরা অত্যন্ত ভীতসন্ত্রস্ত থাকেন। এর মধ্যে লন্টি মাসের শুরুতে জায়গী পাশাপাশি এখন হানিফ, লাবিবা, শ্যামলী, বিএমএফ, ফোরামারা, বাউফল সকলেই বেপরোয়া হয়ে উঠছে। বধু তাই নয়, অখ্যাত গাড়িগুলো যাত্রী ওঠানোর জন্য যেখানে সেখানে মধ্য-তখন সিগন্যাল ছাড়াই থেমে পড়ে। তাদের সাথে মড়ার ওপর খাড়ার খা হয়ে দাঁড়িয়েছে তিনচাকার গতিমানব মালিষ্টা। তারা মহড়কের মাঝখানে দিয়ে বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে এবং জরাজংবালী ওঠানো করায়। যার কারণে অহরহ ঘটেছে দুর্ঘটনা। প্রায়শই বরিশাল থেকে মোটরসাইকেলে গৌরনদী যাতায়াত করেন এমন একজন রফাসন। তিনি জানান, বিগত তিন মাসের মধ্যে বায়ুগুঞ্জের রাকুদিয়া নতুনহাট থেকে উজিরপুরের জয়ধী পর্যন্ত তিনি বস্তুত ৬ জনের রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখেছেন। এর মধ্যে লন্টি মাসের শুরুত্ব দিকে জায়গী এলাকায় পুলিশের চেম্বেরস্টে থাকিয়ে বেপরোয়া হানিফ গাড়ি পথচারি দানি-নানতিকে রাস্তায় পিশে দেয়। এমনকি, এই রিপোর্ট পিছে দিয়ে সময়ও খরচ পাওয়া যায় ভালো এলাকায় এক পথচারিকে পিশে দেয় গেছে বেপরোয়া গতিবি কোনো দুর্গপাল্লার বাস। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাস্তার বিভিন্ন পর্যেট যেনন, রাকুদিয়া নতুন হাট, ইচ্চালদি টোল এলাকা, আটিপাড়া, বারোজোড়, গৌরনদী, টংকী, ভূবঘাটা, মোস্তফাপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ টিম থাকলেও কার্যত কোনো প্রভাব ফেলছে না, মহাসড়কেরে সৃষ্ট ব্যবস্থাপনায়। অনেকের অভিযোগে, কিছু কিছু পুলিশ সদস্য বেবল ট্রাক ধরে নিজেদের নির্ধারিত চাঁদা আদায় ও চাঁদা নির্ধারণে ব্যস্ত থাকেন। এই সড়কে চলাচলকারী মহিষ্টা চালকরা জানান, তাদের গাড়ির সামনে বিভিন্ন ট্রাফিক এলাকার টিকটার লাগানো থাকে। ওই টিকটার মতে তারা সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক পুলিশকে মাসিক চাঁদা প্রদান করেন। এটাই তাদের কট পারমিট। পুলিশকে চাঁদা না দিয়ে তারা সড়কে চলাচল করতে পারেন না। ট্রাক ও কন্ডার্ত ভান চালকদেরও একই নিয়ম বলে জানা যায়। মহাসড়কের আরেক ভয়ানক প্রাণঘাতী খেলায় মেতে ওঠে কিশোর-তরুণ মোটরসাইকেল চালকরাে। জানা যায়, তারা লুকিগ্রাস খুলে রেখে অত্যন্ত বেপরোয়া গতিতে পছন্দে আরো ২/৩জনকে বসিয়ে মোটরসাইকেলে চলাচল। ওই সড়কে নীর্দীন মোটরসাইকেল চালানো শাহীন নামের এক চালকরাজীবী জানেন, তিনি বিগত ছয়মাসের মধ্যে বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো কিশোরদের অত্যন্ত করুণ পরিণতি দেখেছেন। এই সময়ে কমপক্ষে দশ জনের প্রাণহানি ঘটেছে বলে জানান তিনি। তার মধ্যে এই মহাসড়কের পাশে বাটাডোরে, মাহিলাড়া, গৌরনদী, ভূবঘাটা এলাকায় দোকানপাট ও হাটারাজার বসায় যে কোনো সময় পূর্বের ন্যায় আবারো বড়ো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। অতিক্ষত ও সব বাসের অপসারণের দাবি জানান তিনি।

বাজার অপসারণ ও অন্যান্য সমস্যার বিষয়ে গৌরনদী হাইওয়ে পুলিশের অফিসার ইনচার্জ মোহসিন মোল্লা জানান, অতিক্ষত তারা এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। কোরবানির ঈদ উপলক্ষে্যে তাদের ৩২ কিলোমিটার উচ্চল এলাকার মধ্যে আরো চারটি টিম বাড়ানো হবে বলেও তিনি জানান। মাদারিপুর রিজিওনের হাইওয়ে পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম জানান, প্রতিনিয়ত আমরা বিষয়গুলো মনিটরিং করছি। দৌষীদের বিরুদ্ধে আমরা শত শত মালিষ্টা দিছি। কিন্তু চালকদের অপসারণ করারগে কোনো কিছুই কার্যকর হচ্ছে না। মাঝে মাঝে গাড়ি স্পিড ট্রিংকি করা হলেও তারা নির্দিষ্ট স্থানে ক্যামেরা ফাঁকি দিয়ে আবার বেপরোয়া হয়ে ওঠে বলেও স্বীকার করেন তিনি। এ বিষয়ে, হাইওয়ে পুলিশের লোকবলের অভাব ও প্রযুক্তির অগ্রভূততাকে আপাতত দায়ী করছেন পুলিশের এই কর্মকর্তা। তবে বর্তমান সরকারকে এ সব বিষয়ে প্রতিনিয়ত অগ্রহিত করছেন বলেও তিনি দাবি করেন। খুব শিউই এ সকল সমস্যার সমাধান হবে বলেও আশা করেন তিনি। আর এই মহাসড়কে ও চলাচলকারী যাত্রীসাধারণের আশা, পুলিশ সড়কে নিরব দর্শক ও ক্ষেত্রবিশেষে চাঁদাবাজি না করে সমস্যাসহ ত্রিচ্ছক করে দুর্শমান কিছু কার্যকরী ভূমিকা পালন করবেন। না হলে, বরিশাল-ভাঙ্গা মহাসড়কে মৃত্যুর মিছিল ধীরে ধীরে বড়ো হতেই থাকবে। আসন্ন ঈদে গাড়িও সড়ককে নিরাপদ করতে রূপান্তরার বাসগেলার বেপরোয়া গতি ও বিপজ্জনক ওভারটেকিং বন্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী আরো বেশি কঠোর পদক্ষেপ আশা করছেন সচেতনমহল।

কোরবানিকে সামনে রেখে বরিশালে

পাড়া। আঙনের শিখায় তাপ দেয়া হাতড়ি পেটানোর শব্দে তৈরি হচ্ছে দা-বটি, চাপাতি ও ছুরিসহ নানা সরঞ্জাম। কামারদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, কোরবানির ঈদ উপলক্ষে কয়লার দাম বেড়েছে। পাশাপাশি বর্তমানে কয়লার সংকট থাকায় কাজে হীরগতি দেখা দিয়েছে। আগে এক বস্তা কয়লা ১ হাজার ২০০ টাকা কেনা গেলেও এখন তা ১ হাজার ৮০০ থেকে ২ হাজার ১০০ টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। তাই গত বছরের তুলনায় দাম কিছুটা বেশি। আর কোরবানির দু-এক দিন আগে চাপ আরো বাড়বে বলে জানান তারা। এ বিষয়ে কারিগর রতন কর্মকার বলেন, এখন কাজ তো অনেক বেশি। সারাদিন আঙনের সামনে বসে থাকতে হয়। কিন্তু বিক্রি এখনও তেমন শুরু হয় নাই। মানুষ শেষ সময়েই বেশি কিনে। কারিগর রিপন ও সালাম আক্ষেপের সুরে বলেন, লোহার দাম বাড়ছে, কয়লার দাম বাড়ছে, কিন্তু আমরা জিনিসের দাম সেইভাবে বাড়াইতে পারি না। বেশি দাম চাওয়া হলে মানুষ অন্য জায়গায় চলে যায়। লাভ কম হলেও কাজ তো বন্ধ রাখা যাবে না। বরিশাল নগরীর অন্যতম পুরাতন মার্কেট হাটখোলায় এখন কামারদের দোকান গুলোতে সন্তান করে না, চাপাতি তৈরি করতে আসছেন অনেকে। অনেকে আবার পুরাতন মালামাল নতুন করে শান দিচ্ছেন। এতে তাদের খরচ হচ্ছে ১৫০-৫০০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়া হাটখোলা এলাকার বিভিন্ন দোকানো কাটারী-৪০০-৫০০, চাপাতি আকার ভেদে ৬০০ থেকে ১ হাজার, কোপা (হেলি) প্রতি পিচ ৪৫০-৫৫০, চামড়া ছাড়ানোর ছুড়ি ২০০-৫০০ লোহার মানদেশে একটি দা ৪০০ থেকে ৭০০, চামড়া ছাড়ানোর ছুরি ২০০ থেকে ৩৫০, পুজু জবাইয়ের বিশেষ ছুরি ৮০০ থেকে ৩ হাজার, কুড়াল ৬০০ থেকে ১ হাজার ১০০, বটি ৫০০ থেকে ১ হাজার ২০০ টাকা। ব্যক্তি হচ্ছে? পুজু জবাই ক্রাসাহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি তৈরি ও শান দিতে আসা ব্যক্তিরা বলছেন, কুরবানির বাকি আর অল্প কয়েকদিন তাই আগেভাগেই এসেছেন তারা। দিন যত যাবে দাম ততই বাড়বে। তারপরও গত বছরের তুলনায় এবছর দাম বেশি চাওয়া হচ্ছে বলে দাবি ক্ষেতাদের। এ বিষয়ে কোরবানির পুজু জবাইয়ের জন্য চাপাতি মেরামত করতে আসা আব্দুল আজিজ মিয়া বলেন, আগের চেয়ে ৪০-৫০ টাকা বেশি চাচ্ছে। কয়লার দাম বাড়ায় তারা একটু বেশি নিচ্ছে। আমজাত হোসাইন নামে আরেকজন বলেন, এবার একটু আগে ভাগেই এসেছি। কোরবানির প্রস্তুতি প্রায় শেষ। মাংস কাটার সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখছি। পরে দাম বাড়়ে, তাই আগেই তিনি মেরামতের কাজ সেরে নিয়েছেন।

মেহেন্দিগঞ্জে চোরাই

সক্ষম হন। ওঁসি তদন্ত সংবাদ মাধ্যমকে জানান, কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে চুরি হওয়া গুরু বিভিন্ন উদ্দেশ্যে দড়িচর খাজুরিয়া ইউনিয়নে মজুত করা হয়েছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেন্দিগঞ্জ থানা অফিসার ইনচার্জ মোঃ মমিন উদ্দিনের নির্দেশনায় তারা এই অভিযান পরিচালনা করেন। এখানে আরো ৫০ এর অধিক চোরাই গুরু বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত গোয়াল গুরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। এছাড়াও উপজেলার চরএককরিয়া ইউনিয়নের চোয়ারম্যান আঃ মকিম তালুকদারের ইট ভাটা সংলগ্ন দাদপুর চরে স্থানীয় একটি দোকানদারী গুরু চোর সিদ্দিকের বৈশ কিছু চোরাই গুরু আসন্ন কুরবানির ঈদে বিক্রির জন্য মজুত রেখেছে বলে স্থানীয় একটি সূত্র জানিয়েছে। উল্লেখ্য গত কয়েকমাস আগে দাদপুরের এ চর থেকে ৭টা চোরাই গুরু উদ্ধার ও ১জনকে আটক করছিল মেহেন্দিগঞ্জ থানা পুলিশ। তবে গুরু চোর চক্রের মূল হোতারা অধরাই রয়ে যায়।

রাফিসাসহ সকল শিশুর

বাহার মিয়া, মিল্লাত হোসেন,ও মোঃমোশলেউদ্দিন রানা প্রমুখ। বঙ্গভাগ শিশু রাফিসাকে ধর্ষনের পর হত্যা করার মূল খলনায়ক দ্রুত আটক করার সরকারকে ধন্যবাদ জানালেও তার দ্রুত শাস্তি বাস্তবায়ন করার দাবী জানান। একই সাথে বিগত সময় থেকে যে সব হত্যার ঘটনার সাথে জড়িত সকল হত্যাকারী শাস্তি নিশ্চিত করার ও দাবী তোলা হয়। উল্লেখ্য এসো দাবী আদ্যার পক্ষে একটি বৈশ্বরকারী সামাজিক সংগঠন প্রবাসী গিয়াসউদ্দিন আল মাহান সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করলেও সহানীয় বয় সমাজ,মাদক,জুয়া,দুর্গমপান,ল্যাবরিবাহ ধর্ষন বর্দ্ধে সামাজিক ভাবে জন সচেতনামূলকভাবে কাজ যাচ্ছেন একই সাথে সমাজে অসংযয় গরীবদের আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করে এবং সচেতনতামূলক কাজ করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

এক বান্ধবিকে বাঁচাতে গিয়ে পুকুরে

তারের জুতা দেখতে পয়ে সন্দেহ হলে স্থানীয়দের সহায়তায় পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে দুই শিশুকে উদ্ধার করা হয়। দ্রুত তাদের পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কত্বব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃৎ ঘোষণা করেন। দুই শিশুর এমন করুণ মৃত্যুতে পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্বজনদের আচার্যিতে ভারী হয়ে ওঠে হাসপাতাল ও নিহতদের বাড়ির পরিবেশ। নিহত লামিয়ার বাবা জাকির হোসেন বলেন, আমার মেয়ে মীতারা ভাতা। হহতো সেফা পানিতে পরে গিয়েছিল, ওরে বাঁচাতে গিয়া আমার মেয়েও ডুবে গেছে। এবপর হাসপাতালে নেওয়ার আগেই ওরা মারা গেছে। এটা দুইই মেয়ে এক ছেলে। এর মধ্যে এখন একজনই এই আবে বেয়েই কাল্য। থামাতে পারি না। পটুয়াখালী সদর থানার ভায়াগ্রাফ কর্মকর্তা (ওঁসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, এ বিষয়ে পরিবারের কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে ফ্যাসিবাদের

গঠনের দুই মাসের মধ্যেই সরকার জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।’ তিনি বলেন, ‘‘সরকারের আসার আগে জনগণকে কাজ যে ওয়াদা করেছে একে একে সেগুলো পদদলিত করে একদলীয় ফ্যাসিবাদের দিকে আগুচ্ছে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থায় যে সংবিধান তৈরি হয়েছে এর মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিচ্ছে, বিএনপি সেই সংবিধান রক্ষার জন্য উঠে পড়ে পোচ্ছে।’’ সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, ‘‘সাংবিধানিক পথসমূহ জলুমেহে হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী হতে অসীম ক্ষমতা দেওয়া রয়েছে। এর মাধ্যমে কখনই ভারসাম্যপূর্ণ সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র-যুবক রাস্তায় জীবন দিয়ে হাসিনা সরকারের মত একটি সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে এবং দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছে সেই ছাত্র জনতার গণদাবি ক্ষমতায় বসেই বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে।’’ তিনি বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রীর হাতে সাংবিধানিক পথ সমূহের কন্ট্রূত থাকলে এখানে নিয়োগ হবে দলীয় ভিত্তিতে এবং জনগণ এর সুফল পাবে না। ছাত্র জনতার ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’ বলে গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল সে আকাঙ্ক্ষা পদদলিত হচ্ছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘৩৩ টি রাজনৈতিক দল দীর্ঘ আলোচনা করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জুলাই সন্দ-এর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিল এবং জাতীয় সংসদের দক্ষিণ গ্লাজায় জুলাই স্মারক অনুমোদিত হল। ৮৪টা বিষয়ে সকল রাজনৈতিক দল একমত হল যে, সংবিধান সংশোধনের জন্য রষ্ট্রপতির প্রজ্ঞাপন দিবে। সংবিধান সংশোধনের জন্য রষ্ট্রপতি ২৫ সালের ১৩ নভেম্বর গণভোটে ও জাতীয় নির্বাচন একই দিনে হবে বলে প্রঙ্গাপন দিল, যদিও আমরা গণভোটে আগে হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম কিন্তু জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে আমরা কোন ভোট এবং জাতীয় নির্বাচন একই দিনে হওয়াটা নিয়ে নিলাম। বিএনপির দাবির প্রেক্ষিতে গণভোটে ও জাতীয় নির্বাচন একই দিনে হলো এবং এর ফলাফল জনগণ দেখতে পাচ্ছে। গনভোট আগে হলে,পরিষ্কৃত ঐমন হতো না।’’ মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘‘বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সহিংসতায় বিশ্বাস করে না বলে বুকে পাথর চেপে নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়েছে। আমরা এখনই সরকারের পদত্যাগ চাই না। সরকার জনগণের মেডেট নিয়ে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করবে এবং জনরায়কে আমলে নিয়ে সংবিধান সংশোধন করবে। জনগণকে ভুল বুঝিয়ে বেশি দূর আগানো যাবে না, বিএনপি তার অবস্থান পরিবর্তন না করলে জনগণ আবার রাস্তায় নেমে আসবে।’’ তিনি বলেন, ‘‘ইদানিং জুলাই সনদ মানার ব্যাপারে অনেক মন্ত্রী এমপিরা ঘোষণা দিচ্ছে কিন্তু মানা হবে তাদের নোট অফ ডিসেন্ট দেওয়া ধারাসমূহ বাদ দিয়ে। এতে করে জন প্রত্যাশা পূরণ হবে না। বিএনপির অবস্থা হয়েছে সালিস মানি ভালগাছ আমার এই নীতি থেকে সরে এসে জনরায়কে আমলে নিয়ে কোন ভোটে জনগণ যে চারটি বিষয়ে হ্যাঁ দিয়েছে সবগুলো কি মেনে নিতে হবে। সরকার ইচ্ছে করলেই এই সংকট থেকে উত্তরণ করা সম্ভব, আগামী ৭ জুন বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে অধিবেশনের শুরুতেই সরকার গণভোটে বিল আনবে এবং পাস করিয়ে দেবে বলে বিশ্বাস করি।’’ কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ সদস্য ও বরিশাল মহানগর আমির মাওলানা জুইয় উদ্দিন মু. বাবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলের উপস্থিতি অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক অ্যাডভোকেট মুয়াযয্ম হোসাইন হেলাল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ সেক্রেটারি ড.শফিকুল ইসলাম মাসুদ এমপি, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও নরাইল জেলা আমির আতাউর রহমান বাচ্চু এমপি, কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও বরিশাল অঞ্চল টিম সদস্য মাওলানা এটিএম ফকরুদ্দিন খান রাজি। মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা আতিকুল্লাহ এর সম্বললনায় আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর নায়েবে আমির মাহমুদ হোসাইন দুলাল, বাবরের সেক্রেটারি মাওলানা মতিউর রহমান, সহকারী সেক্রেটারি মাজানুর রহমান, জামায়াত নেতা শেখ নেয়ামুল করিম, ড.ফয়জুল হকসহ বরিশাল মহানগর নেতৃবৃন্দ।

বরিশালে ক্রমশ ভয়াবহ আকার

৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘটায় শেবাচিম হাসপাতালে নতুন করে ৬৩ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। একই সময়ে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন ১৬ জন। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ২০৮ জন রোগী। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত শেবাচিম হাসপাতালে হাম উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন মোি়ে ২ হাজার ৯৯০ জন রোগী। শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পাশাপাশি বরিশাল জেনারেল হাসপাতালেও হাম উপসর্গ নিয়ে রোগী ভর্তি বাড়ছে। বেড সংকটের কারণে অনেক রোগীকে হাসপাতালের বারান্দায় চিকিৎসা নিতে দেখা গেছে। গত ২৪ ঘটায় ওই হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হয়েছেন আরও ১৬ জন। বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়ে তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ভর্তিরাের বিভিন্ন হাসপাতালে হাম উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন ৬ হাজার ৩৬২ জন। বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক (প্রত্যাগত) ডা. মোহাম্মদ লোকমান হাকিম বলেন, হাম উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া অনেক শিশু নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা দেরিতে হাসপাতালে আসায় নিউমোনিয়া গুরুত্বর আকার ধারণ করে। ফলে শিশুদের বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ে। তাই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। তিনি আরও বলেন, সরকারি হাসপাতালগুলো হাম আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করছে। চিকিৎসকরাও কোনো ধরনের ঘাটতি রাখছেন না।

মুলাদিতে জামায়াতের ইউনিট

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য ও বরিশাল জেলা আমীর মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জকার। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা কর্মপরিষদ সদস্য মোঃ আবু মুমিন ও মোঃ মোশারেফ হোসাইন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জামায়াতের মুলাদি উপজেলা নায়েবে আমীর মাওলানা আবদুল মালেক, উপজেলা সহকারী সেক্রেটোরী মোঃ আব্দুল মোতালেব ও আব্দুল আহাদ, মুলাদি পৌর আমীর মোঃ হুমায়ন কবির প্রমুখ। এছাড়াও সম্মেলনে উপলেলো ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ এবং অধীনস্থ বিভিন্ন ইউনিট দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

ঈদের আগে কমলো সোনার দাম

কীর্তনখোলা ডেস্ক

দেশের বাজারে সোনার দাম আবার কমানো হয়েছে। সবচেয়ে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি (১১ দশমিক ৬৪৪ গ্রাম) সোনার দাম কমানো হয়েছে ২ হাজার ১৮৮ টাকা। এতে এক ভরি সোনার দাম দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ৩৫ হাজার ৯৬৩ টাকা। স্থানীয় বাজারে তেজাবী সোনার (কাটা সোনা) দাম কমা়ার পরিস্রেক্ষিত্তে এই দাম কমানো হয়েছে। শনিবার (২৩ মে) সকাল ১০টা থেকে নতুন দাম কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। সকালে বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যাড প্রাইস মনিটরিং

বর্গীভবনখানা ৩

আত্মতত্ত্ব গ্রন্থিদিন

দশমিনায় প্রবাসীর স্ত্রীর

করে রানেন। দীর্ঘ সময় কোনো সাড়া না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা জানালা দিয়ে তাকে ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচানো অবস্থায় ঝুলতে দেখেন। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। নিহত সালমা পারভীন মালয়েশিয়া প্রবাসী বশির বেশারীর স্ত্রী এবং দুমকি উপজেলার নূর ইসলাম হাওলাদারের মেয়ে। দশমিনা থানার ওসি অতিকুল ইসলাম জানান, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৩০ কোটি ৬১ লাখ পাঠ্যবই ছাপাবে

৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব বই ছাপানো শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর উপজেলা পর্যায়ে বই সরবরাহ করা হবে। ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির জন্য এবার ২২ কোটি ১০ লাখ ৪১ হাজার ৪৯৩ কপি পাঠ্যবই ছাপানো হবে। ৪৫৬ লটে দরপত্র আহ্বান করা হবে। এরমধ্যে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে ৭৫ লট করে মোট ২২৫ লট। শুধু নবম-দশমে ১৮০ লট। এছাড়া ইবতেদায়ী শ্রেণিতে ৩৬ এবং দুই প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৬ লট ব্রেইল বই ছাপানো হবে। মাধ্যমিক ও ইবতেদায়ির এসব বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহে ব্যয় হবে মোট এক হাজার ২৫৪ কোটি টাকা। গ্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে ৮ কোটি ৫১ লাখ ৫৫ হাজার ১৭৮ কপি পাঠ্যবই ছাপানো হবে। এরমধ্যে গ্রাক-প্রাথমিকের বইয়ের সংখ্যা ৫৭ লাখ ৩০ হাজার ৬৪০ কপি। আর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির জন্য ছাপা হবে ৭ কোটি ৯৪ লাখ ২৪ হাজার ৫৩৮ কপি বই। মোট ১৪০ লটে এসব বই ছাপানোর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হবে। এরমধ্যে ১১০ লট প্রাথমিকের ও ৩০ লট হবে গ্রাক-প্রাথমিকের বই। এসব বই ছাপা, বাঁধাই ও সরবরাহে সরকারের খরচ হবে ৪৩০ কোটি টাকা। ২০১০ সালে গ্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া শুরু করে সরকার। সে বছর সব বই ছাপা ও বিতরণ শেষ হয়েছিল ২১ জুলাই। অর্থাৎ, বই পেতে বছরের অর্ধেক সময় চলে যায়। বিনামূল্যে বই ছাপা ও বিতরণে প্রথম বছরের সেই বার্থতা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি কোনো সরকার। টানা ১৬ বছর শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের শুরুতে বই তুলে দিতে ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। চলতি শিক্ষাবর্ষেও সব বই বিতরণে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় লেগেছে। এতে শিক্ষাবর্ষ দেরিতে শুরু হচ্ছে, প্রয়োজনের চেয়েও কম ক্লাস হচ্ছে। সিলেবাস শেষ না করেই পরীক্ষা দিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উঠছে শিক্ষার্থীরা। বাড়ছে শিখন ঘাটতি, আর তলানিতে নামছে শিক্ষার মান। তবে, এবার পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আগে সব বার্থতা কাটিয়ে বছরের পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের হাতে সব বই তুলে দিতে চায়। এবার এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) পদে নতুন দায়িত্বে এসেছেন অধ্যাপক আবু নাসের টুকু। তিনি উপাদান নিয়ন্ত্রক হিসেবে ২০১৬ (চলতি বছর) শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিকের বই সফলভাবে জন্মুয়ারিতেই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবার তার কাঁধে বড় দায়িত্ব। অধ্যাপক আবু নাসের টুকু বলেন, আমরা একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করছি। সেটা হলো- ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সব বই ছাপানোর কাজ শেষ করা হবে। পাশাপাশি ডিসেম্বরের মধ্যেই সব উপজেলা শিক্ষা অফিসে বই পৌঁছে দেওয়া হবে। সেখান থেকে স্কুলে বই পাঠানো হবে। তাহলে ১ জানুয়ারি আমরা সব শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দিতে পারবো। তিনি বলেন, এ লক্ষ্য সামনে রেখে আমরা কাজ করছি। জুনে টেনার হবে, আগস্টে বই ছাপার চুক্তি করা শুরু হবে। চুক্তির পর হয়তো দুই মাসের মতো সময় পাবেন ছাপাখানা মালিকরা। সেক্ষেত্রে নভেম্বরের বইয়েরই সব বই ডেলিভারি দিতে হবে। এটা করতে পারলেই বই বিতরণে আর দেরি হবে না। আমরা সবাই মিলে সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করছি। আশা করি, আমরা সফল হবো।

বাংলাদেশে শিশুর প্রতি নৃশংসতার

করা হয়েছে তিন শিশুকে। ধর্ষণের শিকার দুই শিশু আত্মহত্যা করেছে। এছাড়া, বিভিন্ন ঘটনায় জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ১১৫ শিশু খুন হয়েছে। এর মধ্যেই রাজধানীতে ৮ বছরের শিশু রামিসাকে ধর্ষণ-হত্যার ঘটনায় সারাদেশে হোলগার চলেছে। এমন ফোকপটে শিশুদের প্রতি সহিংসতা রূপের চমকেপ নিতে জোরাল আহ্বান জানাল ইউনিসেফ। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বাংলাদেশজুড়ে সম্প্রতি শিশুদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে মেয়ে ও ছেলেশিশুদের ধর্ষণ-হত্যার ঘটনাও রয়েছে। অথচ শিশুদের নিরাপদ থাকার কথা ছিল। এসব ঘটনায় ইউনিসেফ গভীরভাবে মর্মহীত ও শোকাহত। ক্ষতিগ্রস্ত সব পরিবারের প্রতি ইউনিসেফ আতঙ্কিত বলা হয়, ‘বাংলাদেশজুড়ে সম্প্রতি শিশুদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে মেয়ে ও ছেলেশিশুদের ধর্ষণ-হত্যার ঘটনাও রয়েছে। অথচ শিশুদের নিরাপদ থাকার কথা ছিল। এসব ঘটনায় ইউনিসেফ গভীরভাবে মর্মহীত ও শোকাহত। ক্ষতিগ্রস্ত সব পরিবারের প্রতি ইউনিসেফ আতঙ্কিত বলা হয়, ‘বাংলাদেশজুড়ে সম্প্রতি শিশুদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে মেয়ে ও ছেলেশিশুদের ধর্ষণ-হত্যার ঘটনাও রয়েছে। অথচ শিশুদের নিরাপদ থাকার কথা ছিল। এসব ঘটনায় ইউনিসেফ গভীরভাবে মর্মহীত ও শোকাহত। ক্ষতিগ্রস্ত সব পরিবারের প্রতি ইউনিসেফ আতঙ্কিত বলা হয়, ‘সম্প্রদায় নীরব থাকলে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ইউনিসেফ শিশু, নারী, পরিবার ও কমিউনিটির সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেও তারা যেন বিদ্যমান সুরক্ষা সেবার মাধ্যমে একটি নির্যাতনের শামিল। যারা এসব শেয়ার করেন, তারা বেঁচে থাকা ভুক্তভোগীদের মানসিক আঘাত, পরিবারের ট্রমা এবং ভুক্তভোগীর প্রতি অসম্মান আরো বাড়িয়ে দেন।’ জনগণ, সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে বিবৃতিতে ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারের অধিকারকে সম্মান করা এবং বিতর্কিত কিছু কিছু শেয়ার না করার আহ্বান জানানো হয়। এতে বলা হয়, ‘প্রতিটি শিশুর সর্বত্র সুরক্ষার অধিকার রয়েছে। কমিউনিটি, স্কুল, ঘর, এমনকি জনপরিসরে তাদের গল্প ও ছবির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই সুরক্ষা থাকতে হবে।’

রামিসা হত্যার দ্রুত বিচার

তারেক আমান সুমন, কলাপাড়া আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. খন্দকার নাসির উদ্দীন, সাংবাদিক মেজবাহ উদ্দিন মামু,মোশারফ হোসেন মঈনুসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তরা। বক্তারা বলেন, রামিসা হত্যার ঘটনায় অভিজ্ঞ দ্রেফতার হলেও বিচার কার্যক্রম দ্রুত শেষ হওয়া প্রয়োজন। একই সঙ্গে কলাপাড়ার চন্দ্রপুর এলাকায় নির্যাতনের শিকার এক ছাত্রীর পরিবারের পাশে সমাজের সবাইকে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তারা। সমাবেশে বক্তারা আরও বলেন, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার মতো অপরাধ ব্রহ্মে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আরও কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। পাশাপাশি বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ করে দ্রুত ও সুদৃ় বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান মানবাধিকারকর্মীরা।

মানসিক ভারসম্যহীন তিন ভাইয়ের

জীবন চরম অভাব-অমটন আর অবহেলায় কাটিছিল। ঠিকমতো খাবার, চিকিৎসা কিংবা দেখভালের মানুষও ছিল না তাদের পাশে। স্থানীয়দের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরে মানবিক উদ্যোগ নেন ইউএনও সালেহ আহমেদ। শনিবার (২৩ মে) দুপুরে তিন ভাইকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে আনা হয়। এ সময় তাদের হাতে ৫০ কেজি চাল ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকার আর্থিক অনুদান তুলে দেন ইউএনও। একই সঙ্গে তাদের দ্রুত সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন তিনি। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সালেহ আহমেদ বলেন, ‘বিষয়টি জানার পরপরই আমরা তাদের সহায়তার উদ্যোগ নিয়েছি। তাদের নিয়মিত সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধী ভাতার কাডের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া আজ তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্য সহায়তা ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের সার্বিক সহযোগিতার এই ধারা অব্যাহত থাকবে।’ প্রশাসনের এমন তাৎক্ষণিক মানবিক পদক্ষেপে এলাকাবাসী স্বস্তি প্রকাশ করেছেন এবং ইউএনও-র প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপিয়েছেন।

পারস্য উপসাগরে পানির সংকটে হাজার

জানিয়েছে, পারস্য উপসাগরে কয়েক হাজার নাবিক আটকা পড়ে আছেন। তাদের অনেকেই জাহাজ ছেড়ে যেতে পারছেন না, খাদ্য ও পানির সংকটে ভুগছেন এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্কে রয়েছেন। গত কয়েক সপ্তাহে রয়টার্সের সঙ্গে কথা বলা নাবিকরা তাদের কঠিন জীবনযাপনের বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের প্রতিনিধিত্বকারী শ্রমিক ইউনিয়ন পরিস্থিতির আরও অবশিষ্টের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। গত মাসে নিজের আটকে থাকা জাহাজ থেকে ফেনে ভারতীয় নাবিক সালামান সিদ্দিক রয়টার্সকে বলেন, এখানে আমরা শুধু তার পার করার পরিকল্পনা করি এবং প্রার্থনা করি যেন কোনো হামলার লক্ষ্যবস্তু না হই। চলতি সপ্তাহে রয়টার্সের সাংবাদিকরা সৌদি উপকূলের কাছে নোঙ্গর করা জাহাজগুলোর দিকে একটি সরবরাহ নৌকায় করে যান। তারা জানান, একটি তেলবাহী জাহাজের নাবিকদের জাহাজের রেলিংয়ের পাশে জড়ো হয়ে হাত নাড়তে দেখা গেছে। রয়টার্সের ভাষা অনুযায়ী, প্রায় তিন মাস ধরে এসব নাবিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন। তারা ছোট ছোট কক্ষ, নৈখ খাবারের এক প্রথর রোদে উত্তপ্ত জাহাজের ডেকে অল্প কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে সময় পার করছেন।

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র শান্তি আলোচনা

আলোচনা বার্ষি হলে ইরানের বিরুদ্ধে সার্বিক হামলার প্ররুতি নিচ্ছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। এমন উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে গুরুবার তেরহানে পৌছান পাকিস্তান সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুদ্রার। রাত তিনে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আকাস আরাখচির সঙ্গে বৈঠক করেন। দুই নেতা কনকূলের কাছে নোঙ্গর করা জাহাজগুলোর দিকে একটি এড্রানোর বিভিন্ন প্রচেষ্টা নিয়ে মতবিনিময় করেন বলে আরাখচির টেলিগ্রাম বার্তায় জানানো হয়েছে। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উক্তবার জানান, ‘সরকারি পরিস্থিতির কারণে তিনি ছেলের বিয়েতে অংশ নেবেন না এবং ওয়াশিংটনেই অবস্থান করবেন। এতে পরিষ্টিত আরও সংবেরদশনীয় পর্যায়ে পৌছেছে বলে জোরালো আলোচনা শুরু হয়েছে। ট্রাম্প চলতি সপ্তাহের আলোচনাকে ‘যুদ্ধ ও সমঝোতার মধ্যবর্তী সীমান্তে অবস্থান করছে বলে মন্তব্য করেন। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এসমাইল বাঘাই সতর্ক করে বলেনছে, আসিম মুনিরের তেরহান সফরকে কোনো ‘টার্নিং পয়েন্ট’ বা ‘ভাঙ্গা অগ্রগতি’ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। কারণ দুই পক্ষের মধ্যে এখনো ‘গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ’ মতপার্থক্য রয়ে গেছে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদ সংস্থা আইএসএনএ। আল জাজিরার তেরহান প্রতিনিধি রেসুল সারদার আচরণ বলেন, পাকিস্তান সেনাপ্রধানের তেরহান সফরই প্রমাণ করে যে আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌছেছে। তিনি জানান, ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরাখচি তুরস্ক, ইরাক, কাতার ও ওমানে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের পাশাপাশি জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুত্তেরেসের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেছেন। আভাসের ভাষা, বর্তমানে একাধিক কূটনৈতিক চ্যালেসে একসঙ্গে আলোচনা চাচ্ছে। তবে দ্রুত কোনো সমাধান আসবে, এমন নিশ্চয়তা এখনো নেই। এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার চার দিনের সফরে চীনে গেছেন। ইরানের প্রধান বাণিজ্যিক অর্থদায়র চীনের সঙ্গে বৈঠকে চলমান সংকট নিরসয়ের বিষয়টি গুরুত্ব পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার মাধ্যমে এই আঞ্চলিক সংঘাতের সূচনা হয়। পরে ৮ এপ্রিল যুক্তরাি়ত কার্বেক এরপর কয়েক দফা আলোচনার পরও তত্তালি আবেদন কার্যকর হয়নি। হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি স্থলে না দেওয়ায় বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে।

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ইতালির

টুরকো সন্তান আরিফকে একসজর দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আকৃতি জানিয়েছে। অপরদিকে আরিফের এমন অসহায় অবস্থার কথা জানতে পেরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন টুরকীবাসী। মুমূর্ষু মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ এবং আরিফকে দেশে ফিরিয়ে আনতে তারা ইতালিতে বসবাসরত প্রবাসী বালাদেশী ও মিয়ানে অবস্থিত বাংলাদেশ কনসুলেটে জেনারেল বা রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জরুরি হস্তক্ষেপ এবং সহযোগিতা কামনা করেছেন। তবে এই মানবিক সংকটের মাঝে একটি জটিলতা তৈরি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ইতালিস্থ ‘বরিশাল জেলা সমিতি’র পক্ষ থেকে দেওয়া একটি প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আরিফ কোনো অবস্থাতেই এখন দেশে ফিরতে চাচ্ছেন না। প্রবাসীরা জানিয়েছেন, মানসিক ভাঙ্গামাথাহীনতার কারণে আরিফ বর্তমানে নিজের ভাঙ্গো-মন্ড অনুধাবন করার মতো পরিস্থিতিতে নেই। ফলে তার অনিচ্ছার বিষয়টি স্বাভাবিক। কিন্তু দেশে তার মায়ের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায়, বিশেষ মানবিক বিবেচনায় মানবিক কারণে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। টুরকীবাসী ও সচেতন প্রবাসীদের দাবি, বাংলাদেশ দূতাবাস এবং স্থানীয় ইতালিয় সমাজসেবা বা স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে আরিফকে প্রথমে দ্রুত চিকিৎসা ও নিরাপণ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হোক। পরবর্তীতে সরকারি বা কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাকে বাংলাদেশে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সংগঠিত সবার প্রতি জোরালো অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ সেন্টার বরিশালের সহকারী পরিচালক মো. কামরুজ্জামান বলেন, ওই পরিবারের লিখিত আবেদন পেলে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

নেছারাবাদে ডোবার

হাসপাতালে আনার আগেই শিশুটি মৃত্যু হয়েছে। নেছারাবাদ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান বলেন, এ বিষয়ে কোন অভিযোগ পাঠেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ে লুপ্তও তোলার

বাসিন্দা মো. হিরণ জানীন, ঝড়ের আঘাতে তার বাড়ির সামনে অবস্থিত গুপ্তমুন্সি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘর দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। ঘূর্ণিঝড়ান্নে টিনের কাচ উড়ে পাশের বিলে গিয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের চেয়ার-টেবিল ও বেঞ্চ ছিটকে আশপাশের

জমিতে গিয়ে পড়ে। এছাড়া তার তিনটি কাঁঠাল গাছ উপড়ে যাওয়ায় বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। পাশের একটি বাড়ির রান্নাঘর ও টিনের বারান্দাও উড়ে গেছে। একই এলাকার বাসিন্দা মো. খোকন জানান, ঝড়ের সময় একটি বড় চাষুল গাছ তার টিনের ঘরের ওপর ভেঙে পড়ে ঘরটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বিকট শব্দ শুনে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত ঘরের পেছনের দিকে সরে যাওয়ায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান তার স্ত্রী ও সন্তানরা। ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর মাতাব্বর জানান, গুপ্তমুন্সি-পরানগঞ্জ সড়কের পাশে অস্তুত ৫০টির বেশি বড় গাছ উপড়ে পড়ে। এতে সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয়রা ডালপালা কেটে গাছ সরানোর কাজ করছেন। স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী, ঝড়ে অস্তুত ১০টি ঘর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এবং অর্ধশতাধিক ঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিদ্যুতের খুঁটি ও লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ঝড়ের পর থেকেই এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রয়েছে। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আরিফুজ্জামান বলেন, ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে।

মেহেন্দিগঞ্জে ৮ কেজি গাঁজাসহ

মধোঘরার এলাকার হানিফ রাউীর ছেলে শাকিল রাড়া (২৫)। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিরুদ্ধে আলীমাবাদ এলাকা থেকে ট্রলারযোগে গাঁজা নিয়ে পাতারহাটের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ওই দুই মাদক কারবারি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আগে থেকেই পাতারহাট লঞ্চঘাট এলাকায় অবস্থান নেয় মেহেন্দিগঞ্জ থানা পুলিশ। পরে বিরুদ্ধে সাড়ে পাঁচটার দিকে ট্রলার থেকে দুইটি ব্যাগ নিয়ে নামার সময় তাদের হাতেনাতে আটক করা হয়। এ সময় ব্যাগ দুটিতে তন্নানি চালিয়ে আট কেজি গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। অভিযানে নেতৃত্ব দেয়া মেহেন্দিগঞ্জ থানার ওসি মমিন উদ্দিন জানান, আট কেজি গাঁজাসহ আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে ওই মামলায় তাদের শ্রেণ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

বিষখালী নদীর ভয়াবহ

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এখন চরম ঝুঁকিতে। এর আগেও বিষখালীর অব্যাহত ভাঙনে অস্তুত শতাধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও একটি লঞ্চঘাট নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে। শুধু বাদুরতলা নয়, গত এক বছরে বড়ইয়া ইউনিয়নেরও বেশ কিছু ঘরবাড়িসহ প্রায় পাঁচ একর ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। সম্প্রতি বিষখালীর এই ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান স্থানীয় সংবাদ সদস্য। এ সময় ভুক্তভোগী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা শুনে খুব দ্রুত নদী ভাঙন রোধে বড় বারোজা আড়া সাধা সাধন করেন তিনি। এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, আপদকালীন ব্যবস্থা হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে জিও ব্যাগ ফেলার কাজ শুরু হচ্ছে। স্থায়ী সমাধানের জন্য রক দিয়ে টেকসই বাধ নির্মাণের একটি মেগা প্রকল্পও প্রস্তুত করা হয়েছে।

বরগুনায় সরকারের ১৮০ দিনের

আজ্ঞার। এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) অনিমেষ খান্দার, জেলা তথ্য অফিসার মো. সেলিম, বরগুনা সচিব ক্লাবের সভাপতি হাফিজুর রহমান, জাতীয় নৈনিক এদিন পত্রিকার বঙ্গলা প্রতিনিধি জাহিদুল ইসলাম মেহেদীসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা পঞ্জিহত ছিলেন। উল্ন্ত আলোচনায় জানানো হয়, বরগুনায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর মাধ্যমে বর্তমানে ৫১টি খাল খননের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি জেলার ২১ হাজার কৃষকের মোট ১৮ কোটি ৩৫ লাখ ৮১ হাজার টাকার কৃষি ঋণ মওকুফ করা হয়েছে। এছাড়া ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড এবং নারীর কৃষি কার্ড কমিটির আওতায় সাধারণ মানুষ কীভাবে উপকৃত হচ্ছেন, সে বিষয়েও বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। সভায় জেলা প্রশাসক মিজ তাজুলিমা আক্তার বলেন, ‘‘সমান্বিত গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে অত্যন্ত স্বচ্ছতার মাধ্যমে সরকার প্রদত্ত সকল সুবিধা প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘সরকারের এসব জনমুখী উদ্যোগ বরগুনার মায়ের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একই সঙ্গে তিনি এসব তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ও সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন।’’ সভায় জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি, বরগুনার পরিবেশ সুরক্ষা ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের স্বার্থে বৃক্ষরোপণ ও খাল খনন কার্যক্রমের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

কাজ না করেই ৬ হাজার

উপসচিব (সিটি করপোরেশন-১) মো. রবিউল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব (পাস-৩) মোহা. আকতারুন্ নেছা, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) তাহমিনা আক্তার ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন-১) এর এম আরিফুল ইসলাম। কমিটির কার্যপরিধির বিষয়ে অফিস আদেশে বলা হয়েছে, নবগঠিত এই কমিটি জানুয়ারি, ২০০৯ থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমে কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে আগামী ৬০ দিনের মধ্যে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। এ ক্ষেত্রে কমিটি প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে যথাসম্ভব তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করবে। সেই সঙ্গে কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অর্ডিনেটর প্যারবে বলেও অফিস আদেশে উল্লেখ রয়েছে। এদিকে শনিবার (২৩ মে) সচিবালয়ে এক সংবাদ কমিটি গঠনের বিষয়ে বিস্তারিত তলে ধরেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম। সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ-দপ্তর ও সংস্থায় গত ১৭ বছরে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে। শুধু পিরোজপুর জেলায় এলজিআরিতে ২ হাজার ৪৬৩টি প্রকল্প অনুমোদন হয়েছিল, এর মধ্যে ১ হাজার ৬১০টি প্রকল্পে কোনো কাজ না করে শুধু টেন্ডরের ফর্মালিটি মেনটেইন করে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। এর সঙ্গে তৎকালীন স্থানীয় এমপি ছাড়াও নির্বাহী প্রকৌশলী, হিসাব রক্ষক কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশনের সচিবসহ অনেকেই জড়িত। প্রতিমন্ত্রী বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে এ বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত করে দুদকে মামলা করা হয়েছে। বর্তমানে দুদক এর তদন্ত করছে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকেও একটি কমিটি করা হয়েছিল, তারাও প্রতিবেদন দিয়েছে। সে প্রতিবেদনের আলোকে দীর্ঘ দেড় বছর ধরে পিরোজপুরে সব উন্নয়নকাজ বন্ধ আছে। মুখে মুখেই অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বলে গেয়া হয় যে, দুদকের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকবে। এটি একটি জেলার জন্য খুব ভয়াবহ অবস্থা। পিরোজপুরের তিনজন সসেন সদস্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন। এর প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দুদকের তদন্তের বাইরে যে প্রকল্পগুলো আছে, সেগুলো শুরু করার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। ঈদের পর পিরোজপুর সরজমিনে পরিদর্শন করা হবে, এরপর কাজগুলো শুরু হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী ২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়কালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কাজে কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি হয়েছে কিনা, সেটি অনুসন্ধানের জন্য ৭ সদস্যের একটি কমিটি করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের মহাপরিচালক এর আন্ধ্যায়ক। ৬০ দিনের মধ্যে তারা প্রতিবেদন দেবে। আওয়ামী লীগ এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সময়কালও এর মধ্যে আছে। প্রতিবেদন পাওয়ার আইন-বিধি অনুযায়ী ব্যাপ্যন্ত নোয়া হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময় উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূইয়া সচিবের সাক্ষর ছাড়াই জোর করে ফাইল করেছিলেন এবং নিজে সাক্ষর করে অনুমোদন দিয়েছেন। এটি রুলস অব বিজনেসের

পরিপন্থি। কারণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিবের সই ছাড়া মন্ত্রী একটি ফাইল অনুমোদন দিতে পারেন না। তবে এ বিষয়ে তদন্তে বিস্তারিত জানা যাবে বলেও উল্লেখ করেন প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম।

পিরোজপুরে জমে উঠেছে

আসা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে, ক্রেতা মো. রহমান আলী বলেন, হাটে গরুর আমদানি বেশ ভালো। তবে বিক্রেতারা এখন দাম একটু চড়া চাচ্ছেন। আমার বাজেট মাঝারি সাইজের গরু। আরও দু-একটা হাট দেখে তারপর পছন্দের পণ্ডটি কিনব। খামারি ও বিক্রেতা হাশেম মিয়া বলেন, সবেমাত্র হাটে গরু তুলতে শুরু করেছে। ক্রেতারা আসছেন, দেখছেন, দাম করছেনদ্রুঁক্কৃত এখনো পুরোদমে কেনাবেচা শুরু হয়নি। আশা করছি, আগামী দু-এক দিনের মধ্যে হাট পুরোপুরি জমে উঠবে এবং ভালো দাম পাব। কোরবানির হাটগুলোকে কেন্দ্র করে জালিয়াতি, ছিনতাই ও অজ্ঞান পাটির তৎপরতা রোধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে প্রশাসন। পিরোজপুর পুলিশ সুপার কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর পুরো জেলায় স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে সর্বমোট ৫৫টি পত্বর হাট বসছে। হাটের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, কোরবানির পত্বর হাটগুলোর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আমরা কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। হাটে আমাদের পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকেও গোয়েন্দা নজরদারি থাকবে। ক্রেতা ও বিক্রেতারা যাতে নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে টাকা লেনদেন ও পণ্য আনা-নেওয়া করতে পারেন, তার জন্য পুলিশ প্রশাসন বন্ধপরিকর। বাজার সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, ঈদের ছুটির দিনগুলো শুরু হলে হাটের বেচাবিক্রি কয়েকগুণ বেড়ে যাবে এবং খামারিরা তাদের কাঙ্ক্ষিত মূল্য পাবেন।

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক বাসের

বাসসভাভদের দক্ষিণ পাশ থেকে মহাসড়ক পার হয়ে উত্তর পাশে যাচ্ছিলেন খোকন ব্যাপারী। এ সময় ঢাকা থেকে বরিশালগামী দ্রুতগতির একটি বাস তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলালউদ্দিন বলেন, ঘটনার পর চালক গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। আমরা মহাসড়কের বিভিন্ন অংশে সিসিটিভি ক্যামেরা দেখে বাসটি সনাক্তের চেষ্টা করছি। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

হাম ও হামের উপসর্গে

সময়ে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়েছে (পীরক্ষায় প্রমাণিত) ৮ হাজার ৪৯৪ শিশু। আর হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে এসেছে ৬২ হাজার ৫৩০ শিশু। আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ভাগ বিভাগে সবচেয়ে বেশি। এ বিভাগে হাম ও উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছে ২১৪ শিশুর ও আক্রান্ত ৩৫ হাজার ৫১৩ শিশু।

বাউফলে মাসিক আইন

শৃংখলা সভা অনুষ্ঠিত

বাউফল প্রতিনিধি
পটুয়াখালী বাউফল উপজেলার বগা ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে মাসিক আইন শৃংখলা পরিষত্তি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে বগা ইউনিয়ন পরিষদ হল রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বগা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ জামাল হোসেন হাওলাদারের সভাপতিত্বে এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাউফল থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ সিরাজুল ইসলাম। এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন বাউফল উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আঃ গনি শিকদার, বাউফল প্রেসক্লাবের সভাপতি জলিলুর রহমান, সাধারন সম্পাদক মোঃ জমিদ উদ্দিন, বগা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ আনিুর রহমান বাবুল মুখা, উপজেলা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক জলিদ উদ্দিন, বগা ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর মোঃ সহিদুল ইসলাম, বগা ফারি ইনচার্জ জয়নাল আবেদিন, উপজেলা বিএনপির সদস্য ঝারনল ইসলাম কাজল, শ্রমিক কল্যান ফেডারেশন পটুয়াখালী জেলা শাখার সাধারন সম্পাদক মাহামাদুল হাসান প্রমুখ। উপস্থাপনা করেন বগা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বাবুল শিকদার। এ সময় বক্তারা মাদক বিরোধী অভিযান, জমিজমা নিয়ে বিরোধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ও কিশোর গ্যাং নিরুল করার বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা করেন এবং প্রশাসনকে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা হাওয়াি এমন সময় বাওফল থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, আমি মাদক সহ সকল ধরনের অপরাধ দমনে আপনাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করতে চাই। বগা ইউনিয়নকে মজেল ও একটি পরিচ্ছন্ন ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। সে ক্ষেত্রে আপনাদের সকলের সহযোগিতা করতে হবে।

বাউফলে লো-ভোল্টেজে তীব্র

পানি সংকট, নাকাল পৌরবাসী

বাউফল প্রতিনিধি
বিদ্যুতের সীমাহীন লোডশেডিং এবং লো-ভোল্টেজের কারণে বাউফল পৌরশহরে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিদ্যুতের এমন নাজুক পরিস্থিতির ফলে পৌরসভা ও হাসপাতালসহ বিভিন্ন খণ্ডায়ন শুরু হয়েছে তীব্র পানি সংকট। পানির অভাবে সাধারণ গ্রাহক থেকে শুরু করে হাসপাতালের রোগী ও কোয়ার্টারের বাসিন্দারা চরম দুর্ভোগে পোহাচ্ছেন। পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, ১,৪০০ ঘণ্টারেক পানির চাহিদা মোটোতে দুটি মোটর দিয়ে প্রতিদিন অস্তুত ১০ ফটা (সেকাল ৬টা থেকে ১১টা এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা) পানি সরবরাহ করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিসাট ও লো-ভোল্টেজের কারণে মোটরগুলো চালানো যাচ্ছে না। এতে পানি সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় গ্রাহকরা বিপাকে পড়ছেন। বিদ্যুৎ সংকটের সঙ্গসরি প্রভাব পড়ছে বাউফল ৫০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি হাসপাতালেও। হাসপাতাল সুর জানার, বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে গত ৫ দিন ধরে নিরন্তরুঞ্জ পানি সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ফলে রোগী ও হাসপাতাল কোয়ার্টারে বসবাসরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। এ বিষয়ে হাসপাতালের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুল রউফ বলেন, ‘‘সংকট মোকাবিলায় অলপাা একটি মোটর সংযোগ দিয়ে নতুন ভবনের ট্যাংকিতে পানি তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাও চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। বিদ্যুৎ বিসাটের কারণে একাধারে ২-৩ ফটাও মোটর চালানো সম্ভব হচ্ছে না।’’ পৌর শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রভাক মাসুদর রহমান বলেন, ‘‘পানির সমস্যার পাশাপাশি লো-ভোল্টেজের কারণে ফ্যানের গতি খুব কম থাকে। এপি ও ফ্রিজও ঠিকমতো চালানো যাচ্ছে না।’’ পটুয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বাউফল জোনাল অফিসের ডিজিএম মজিবুর রহমান সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, ‘‘বাউফলে মোট ১ লাখ ২১ হাজার গ্রাহক রয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী ২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন হলেও আমরা ৫-৬ মেগাওয়াট কম পাচ্ছি। বর্তমানে গোসিগাং ও কালিগড়িউ এই দুটি সাবস্টেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। আদাবাড়িয়া ইউনিয়নের মিলাধর এলাকায় নতুন একটি সাবস্টেশন নির্মাণের প্রক্রিয়া চলছে। সেটি সম্পন্ন হলে আর লো-ভোল্টেজ থাক

